উচ্চ পর্যায়ের বন্দীদের সামরিক কমিশনে বিচার হবে: বুশ

স্টিফেন কাউফম্যান
ওয়াশিংটন ফাইল হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা

ওয়াশিংটন, ৭ই সেপ্টেম্বর -- প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষণা করেছেন যে তিনি একটি খসড়া আইন প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে পাঠাচ্ছেন, যাতে আটক সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের সামরিক কমিশনে বিচার করার কর্তৃত্ব দেয়া হবে। সন্ত্রাসী সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সম্ভাব্য সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আটক বন্দীদের যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্নকারীরা কিভাবে প্রশ্ন করবেন সে সম্পর্কে নিয়মনীতি এই আইন প্রস্তাবে ব্যাখ্যা করা হবে।

গতকাল (৬ই সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউসে বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট বুশ স্বীকার করেন যে সিআইএ আল কায়েদা সদস্যসহ সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের আটক করে রেখেছে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তিনি বলেন যে এই কার্যক্রমের আওতায় অবশিষ্ট ১৪ জন বন্দীকে কিউবার গুয়ানতানামো বে'তে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দফতরের আটক কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হবে। তাদের সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কমিশনে বিচার করা হবে।

যাদের সেখানে বিচারের জন্য স্থানান্তরিত করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে রয়েছে খালিদ শেখ মোহাম্মদ যাকে ২০০৩ সালে পাকিস্তানে আটক করার আগে আল কায়েদার তিন নম্বর নেতা হিসেবে মনে করা হতো। আরো আছে রামজি বিনালসিব, যার ২০০১ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বরের অন্যতম বিমান ছিনতাইকারী হওয়ার কথা ছিল বলে মনে করা হয়। এদের মধ্যে আরেকজন হলো আবু যোবায়দা, যে আল কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন এবং তার সংগঠনের বিভিন্ন গ্রুপগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রস্তাবিত আইন ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবে: বুশ

প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন যে কংগ্রেস সদস্যদের সংগে সহযোগিতায় তিনি এই আইন প্রস্তাবটি পাঠাচ্ছেন, যাতে সামরিক কমিশনগুলো "আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করে এবং অভিযুক্তদের পূর্ণ ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করে।

তিনি বলেন যে আন্তজাতিক রেডক্রস কমিটিকে জানানো হবে এবং তাদের ১৪ জন ব্যক্তির সংগে সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেয়া হবে। তিনি বলেন, "যাদের বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের আইনজীবীদের সহায়তা নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। আইনজীবীরা তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে সহায়তা দেবেন এবং দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাদের নির্দোষ বলে গণ্য করা হবে।"

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন যে প্রতিরক্ষা দফতর একটি নতুন নির্দেশিকা প্রকাশ করছে, যাতে আটক বন্দীদের সংগে আচরণ ও তাদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গুয়ানতামোতে আটক কেন্দ্রটি শেষ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়ার ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কমিশনে যাদের বিচার করা হবে না, গুয়ানতামোতে আটক সেই সব লোককে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তাদের দেশের সরকারগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে যাবেন। তিনি বলেন, " বিশ্বের কারা রক্ষী হওয়ার কোন আগ্রহ আমেরিকার নেই।"

সারা বিশ্বে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আটক হাজার হাজার বন্দীর মধ্যে মাত্র ৭৭০ জনকে গুয়ানতানামোতে পাঠানো হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বুশ বলেন যে এদের মধ্যে প্রায় ৪৫৫জন এখনো যুক্তরাষ্ট্রের হেফাজতে রয়েছে। তিনি বলেন, "তাদের একই ধরনের চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হচ্ছে, যা দেয়া হচ্ছে তাদের রক্ষীদের। আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি তাদের সকলের সংগে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছে।"

প্রেসিডেন্ট আরো বলেন যে তিনি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িত যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীদের জন্য কোন কোন আমলযোগ্য অপরাধ যুদ্ধাপরাধ আইনে আওতায় পড়ে তা ব্যাখ্যা করে নিয়মনীতি প্রণয়ন করার এবং এই সব নিয়মনীতি ও মানদণ্ড মান্য করলে জেনেভা কনভেনশনের কমন আর্টিকেল ৩ – এর অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা পূরণ করা হবে, তা উল্লেখ করে আইন পাশ করার জন্য কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি পুনরুল্লেখ করেন যে যুক্তরাষ্ট্র নির্যাতন করে না। তিনি বলেন, "নির্যাতন করা আমাদের আইন বিরুদ্ধ এবং আমাদের মূল্যবোধের পরিপন্থী। আমি নির্যাতন করার অনুমতি দেয় নি এবং অনুমতি দেব না।"

প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ব্যাখ্যা

প্রেসিডেন্টের মন্তব্যের আগে প্রশাসনের কয়েকজন উর্ধতন কর্মকর্তা পটভূমি ব্যাখ্যা করে বলেন যে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের বিচারে সোপর্দ করা বুশ প্রশাসনের ইচ্ছা বরাবরই রয়েছে। কর্মকর্তারা বলেন, সামরিক কমিশনে বিচার যথাযথ হবে কিনা তা জানার জন্য প্রশাসন হামদান মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রুলিংএর অপেক্ষায় ছিল।

সুপ্রিম কোর্ট সামরিক কমিশন যথাযথ বলে রুলিং দিয়ে বলে যে কমিশনগুলোর জন্য কংগ্রেসের অতিরিক্ত অনুমোদন প্রয়োজন।

=====

জিআর/ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*